Lt. Colonel Dr. Suresh Prasad Sarbadhikari

An Eminent Surgeon of British India

by
Hemotpaul Chaudhuri

Preface

This is a short biography and document extracts about Lt. Colonel Dr. Suresh Prasad Sarbadhikari who was an eminent Surgeon of British India during the period of late 19th to early 20th century.

I had originally compiled a Wikipedia page on him several years ago. Subsequently I realized that Wikipedia has some vulnerabilities, including the possibility of references getting de-linked when documents are removed by the agencies who published it.

So, I have reformatted the biography and added information for the benefit of Internet Archive users.

Hemotpaul Chaudhuri
California, USA

August, 2023

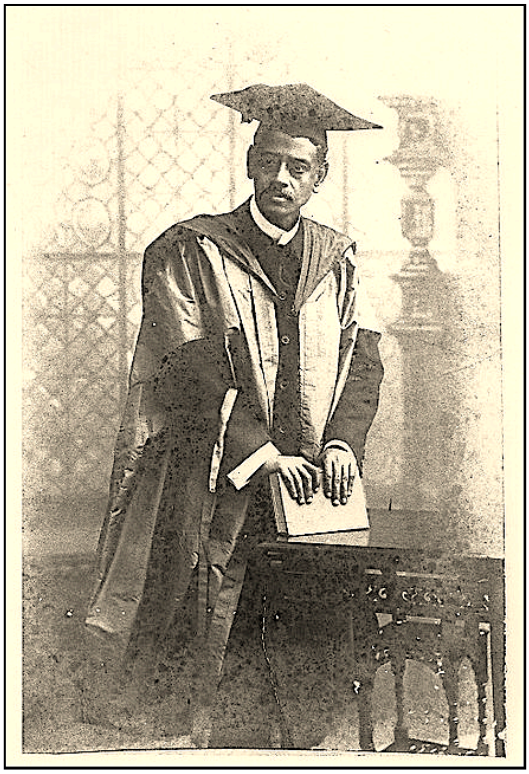

Suresh Prasad Sarbadhikari

Suresh Prasad Sarbadhikari (1866–1921) was an eminent surgeon of British India.

He organized the Bengal Ambulance Corps to serve in the Mesopotamia War during World War I, and managed the Carmichael (R G Kar) Medical College & Hospital, Calcutta with Dr. Radha Gobinda Kar.

Family

Suresh Prasad was born in 1866 at Bhursut, Bamunpara in present-day Howrah district, West Bengal at his maternal uncle's house.

He was a distinguished member of the well-known Sarbadhikari family of Radhanagar (Khanakul) situated in the district of Hooghly of present-day West Bengal.

The Sarbadhikari family was founded during the early 15th century by Sureshwar Bosu of Choa ("Choa" is a village situated in Murshidabad district of present-day West Bengal), who was appointed Governor of Orissa province with the hereditary title of "Sarbadhikari" by the Imperial Court of Delhi**.**

Suresh Prasad's father was Brigadier, Rai Bahadur Dr. Surya Coomar Sarbadhikari (1832–1904), a surgeon of Calcutta who served during the Sepoy Mutiny or Indian Rebellion of 1857 against the rule of the East India Company.

His mother was Hemlata Sarbadhikari.

He had 7 brothers and 2 sisters.

Of the brothers, mention may be made of Sir Deb Prasad Sarbadhikari who became Vice Chancellor of Calcutta University 1914-1918, and Nagendra Prasad Sarbadhikari who was known as the "Father of Indian Football ".

His sisters were Lilabati and Surabala.

His wife was Sarojini Sarbadhikari. His son was Dr. Kanak Chandra Sarbadhikari, and daughters were Ashalata Mitra, Sulata Chaudhuri, Bidyutlata Mitra.

Education

Suresh Prasad studied at the Calcutta Medical College, and graduated with the M.B. degree of Calcutta University in 1888. Two years later he obtained the M.D degree with top honors.

Career Highlights

- House-surgeon at the Mayo Hospital, Calcutta, for a couple of years, after which he started his private practice as a surgeon and was a pioneer of ovariotomy in India.
- Member of British Medical Association.
- Vice-president of first Indian Medical Congress in 1894, & one of the Indian representatives at the International Medical Congress in London.
- Member of the Calcutta University Senate; university examiner in surgery.
- Professor of clinical surgery at the Carmichael College.
- Awarded the C.I.E. (Companion of the Indian Empire), and appointed as honorary Lieutenant-Colonel in the Indian Medical Service.

Other Significant Episodes of Career

[A] First Experience as a Surgeon

Suresh had originally envisioned to follow the footsteps of his father by specializing as a Physician. However, he had to choose the surgeon's knife in order to follow his mother's directive and successfully treat a poor woman suffering from some gynaecological complications. This experience led him to specialize in surgery as a career.

[B] Saving an Indian Freedom Fighter mauled by a tiger

"Bagha Jatin", born Jatindranath Mukherjee (1879–1915), was a Bengali revolutionary who fought against British rule. In a jungle near his native village, he was severely wounded after fighting a Royal Bengal tiger. However, he was able to kill the tiger with a dagger. Suresh Prasad took the responsibility of curing Jatin, whose body had been poisoned by the tiger's nails. As a gesture of gratitude, Jatin had presented to Suresh Prasad the dagger and the skin of the killed tiger.

[C] Activities leading to the establishment of R.G. Kar Medical College & Hospital

Suresh Prasad established in Calcutta the "College of Physicians & Surgeons of Bengal" with the support of eminent doctors like Nilratan Sircar, Kali Krishna Bagchi, and Amulya Charan Basu. Later on, this college got incorporated into the "Albert Victor Hospital". Suresh continued to practice as a surgeon at this hospital without accepting any remuneration. He was appointed as a Fellow and Syndicate Member of Calcutta University.

Eventually, the "Calcutta School of Medicine" and "College of Physicians and Surgeons of Bengal" were merged into a single entity and renamed "Belgachhia Medical College" which was inaugurated by the then Governor of Bengal, Lord Carmichael, with its first batch of 48 students. Later on the college was renamed as "Carmichael Medical College". In 1918, a society named as "Medical Education Society of Bengal" was formed for the better management of the Institution. Suresh Prasad was the first President of the institution, and Dr. Radha Gobinda Kar (R. G. Kar) was its first Secretary. On 12 May 1948, after the demise of Dr. R. G. Kar, the College was renamed as R. G. Kar Medical College and Hospital.

List of Sections

List of Sections	*Page*
Preface	***2***
Narrative	***3***
List of Sections	***6***
Birendra Ghosh, Bharatbarsha - Year 18, Volume II, Issue 3, 461-466	***7***
Subal Chandra Mitra, "Saral Bangla Abhidhan" pub.1936, 1285-1286	***13***
Samsad Bangali Charitabhidhan, Sengupta & Bose, 1976, p. 574	***16***
British Medical Journal, publication_June 11, 1921, p 878	***17***
Heike Liebau et al, "The World in World Wars", 2010 (Mesopotamia)	***18***
Other References - Book	***20***

লেপ্টেন্যাণ্ট-কর্ণেল ডাক্তার সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম-ডি, সি-আই-ই

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

বাঙ্গালীর মনীষা যে কত দিকে বিকাশ লাভ করিয়াছে, 'ভারতবর্ষ' প্রতি মাসেই তাহার কিছু কিছু পরিচয় গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। বর্ত্তমান মাসে 'ভারতবর্ষ' যাঁহার মনীষার স্মৃতি-তর্পণ করিয়া ধন্য হইতে চলিয়াছে, তিনি খানাকুল-কৃষ্ণনগরের সুপ্রসিদ্ধ সর্ব্বাধিকারী-বংশীয় লেপ্টেন্যাণ্ট-কর্ণেল ডাক্তার সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, এম-ডি, সি-আই-ই মহোদয়। খানাকুল কৃষ্ণনগরের সর্ব্বাধিকারী-বংশ ভারত-বিশ্রুত, তথা বিশ্ব-বিশ্রুত বংশ। নবাবী আমল হইতে এই বংশীয় ব্যক্তিরা রাজস্ব বিভাগে উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া খ্যাতি, প্রতিপত্তি, অর্থ, মান, যশ লাভ করিয়া আসিতেছেন। "সর্ব্বাধিকারী" উপাধিটিও মোগল বাদশাহের প্রদত্ত। ডাক্তার সুরেশ-প্রসাদ এই বংশের উজ্জ্বলতম রত্ন।

ডাক্তার সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী স্বর্গীয় রায় বাহাদুর ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারীর চতুর্থ পুত্র। সত্য-প্রসাদ, দেবপ্রসাদ, কৃষ্ণপ্রসাদ—সুরেশপ্রসাদের তিন অগ্রজ। তাঁহার সপ্তম ভ্রাতা মুনীন্দ্রপ্রসাদ বঙ্গ সাহিত্যের যশস্বী সেবক। সন ১২৭২ সালের ৩০এ চৈত্র হাওড়া জেলার অন্তঃপাতী ভুরশুট, বামুনপাড়া গ্রামে মাতামহালয়ে সুরেশপ্রসাদের জন্ম হয়।

বাঙ্গালা দেশে একটি কথা প্রচলিত আছে—"আটাশে ছেলে"। গর্ভের অষ্টম মাসে যে শিশু ভূমিষ্ঠ হয় তাহাকে আটাশে ছেলে বলে। ভ্রূণের পূর্ণ পরিণতির পূর্ব্বে ভূমিষ্ঠ হওয়ার দরুণ এইরূপ শিশু প্রায় দীর্ঘজীবী হয় না,—যত দিন জীবিত থাকে, তত দিনও প্রায় অকর্ম্মণ্য অবস্থায় থাকে। সুরেশপ্রসাদও ছিলেন আটাশে ছেলে—অষ্টম মাসেই তিনি ভূমিষ্ঠ হন। কিন্তু নিজ জীবনে সুরেশপ্রসাদ প্রচলিত প্রবচনটিকে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিলেন! চর্ম্মাবৃত মাংস-পিণ্ড তুল্য সদ্যপ্রসূত আটাশে শিশুকে মৃত বোধে পল্লী-গৃহিণীরা তাহাকে ফেলিয়া দিবার পরামর্শ দেন। কিন্তু অশিক্ষিতা পল্লীধাত্রী এই শিশুতে জীবনের লক্ষণ দেখিতে পান। তাঁহারই সনির্ব্বন্ধ চেষ্টায় শিশুর জীবন রক্ষা পায়। অলৌকিক উপায়ে দৈব কৃপায় রক্ষিত এই শিশু দুর্ব্বল দেহ, এবং আধখানা মাত্র ফুসফুস সম্বল করিয়া উত্তর কালে ভারতে অদ্বিতীয় অস্ত্র-চিকিৎসকের খ্যাতি অর্জ্জন করেন।

শৈশব কাল হইতেই সুরেশপ্রসাদ অত্যন্ত দুর্ব্বল ছিলেন বলিয়া পড়াশুনার জন্য কেহ তাঁহাকে কখনও পীড়াপীড়ি করেন নাই। প্রথম তিনি কিছুদিন বহুবাজার গবর্ণমেণ্ট সাহায্য-কৃত বাঙ্গালা পাঠশালায় অধ্যয়ন করেন। পরে হেয়ার স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করেন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে প্রেসিডেন্সী কলেজ ত্যাগ করিয়া সেণ্ট্রাল কলেজে ভর্ত্তি হন। এখান হইতে এফ-এ পাশ করিয়া তিনি মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করেন। তাঁহার তেজস্বিতা, নির্ভীকতা, স্বাভাবিক তীক্ষ্ণ মেধা এবং অপূর্ব্ব মানসিক সম্পদ দর্শনে সুরেশপ্রসাদের আত্মীয়বর্গ তাঁহাকে আইন অধ্যয়নের পরামর্শ দেন। তাঁহাদের আশা ছিল ওকালতী ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া সুরেশপ্রসাদ তাঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভা-বলে অনন্য-সাধারণ খ্যাতি লাভ করিতে পারিবেন। কিন্তু বিধাতা তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র অন্যত্র নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন বলিয়া আইন ব্যবসায় সুরেশচন্দ্রের পছন্দ হইল না। ভারত বিখ্যাত ডাক্তার-পিতার সাহচর্য্যে তাঁহার চিকিৎসা-বিষয়ক গ্রন্থাদি ও যন্ত্র-তন্ত্র নাড়াচাড়া করিয়া চিকিৎসা-বিদ্যার সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় জন্মিয়াছিল; বিশেষতঃ ডাক্তার-পিতার খ্যাতি-প্রতিপত্তি দর্শনে, চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়নে তাঁহার অনুরাগ জন্মিল। তিনি আত্মীয়-স্বজনের মতের বিরুদ্ধে চিকিৎসা-বিদ্যা অধ্যয়নের সঙ্কল্প করিলেন। চিকিৎসা-বিদ্যা আয়ত্ত করা অত্যন্ত শ্রমসাধ্য কার্য্য বলিয়া, দুর্ব্বল পুত্রের স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করিয়া স্নেহময় পিতা প্রথমে তাঁহাকে ডাক্তারী পড়িবার অনুমতি দিতে ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন। কিন্তু পুত্রের আগ্রহ দেখিয়া অবশেষে তিনি সম্মতি প্রদান করিতে বাধ্য হন। অসাধারণ প্রতিভাশালী সুরেশপ্রসাদ

মেডিক্যাল কলেজে প্রথম হইতেই কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কিন্তু মেডিক্যাল কলেজে অধ্যয়ন করিতে করিতে এক বিষম অন্তরায় উপস্থিত হইল। সুরেশপ্রসাদ এম-ডি পরীক্ষার্থ প্রস্তুত হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তৎকালে সাধারণ শিক্ষাক্ষেত্রের গ্র্যাজুয়েট না হইলে কেহ এম ডি পরীক্ষা দিবার অধিকার পাইত না। সুরেশ-প্রসাদ তখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নব-প্রতিষ্ঠিত মেট্রো-পলিট্যান ইনষ্টিটিউশনের বি-এ ক্লাশে যোগদান করিলেন, এবং সসম্মানে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গ্র্যাজুয়েট শ্রেণীতে উন্নীত হইয়া এম-ডি পরীক্ষা দিলেন, এবং তাহাতে প্রথম স্থান অধিকার করিলেন। মেডিক্যাল কলেজে প্রত্যেক শ্রেণীতেই তিনি ক্লাশের পরীক্ষায় প্রথম হইয়া প্রধান পুরস্কার ও বৃত্তি প্রভৃতি লাভ করিতেন।

মেডিক্যাল কলেজে অধ্যয়ন করিতে হইলে ক্লাশের পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হস্পিট্যাল ডিউটি অর্থাৎ হাসপাতালে রোগীদের সেবা-শুশ্রূষার কার্য্যাদির তত্ত্বাবধান করিতে হয়—সুরেশপ্রসাদকেও করিতে হইয়াছিল। এই উপলক্ষে সুরেশপ্রসাদ অধ্যাপকগণের পক্ষেও দুশ্চিকিৎস্য রোগের উদ্ভব, প্রকৃতি ও নিদান আলোচনা করিয়া অনেক নূতন তথ্য উদ্ভাবন করিয়া অধ্যাপকগণকে বিস্মিত ও চমৎকৃত করিতেন, এবং তাঁহাদের বিশেষ স্নেহের পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। ম্যাকলিয়ড, সাণ্ডার্স প্রভৃতি অধ্যাপকগণ তাঁহার প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। ম্যাকলিয়ড সাহেব ছাত্রের গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে আই-এম-এস পরীক্ষার্থ নিজব্যয়ে বিলাতে পাঠাইতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। সুরেশপ্রসাদও তাহাতে সম্মত ছিলেন। কিন্তু সুরেশপ্রসাদের জননী পুত্রকে নয়নের অন্তরাল করিতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না; এবং পুত্রের স্বাস্থ্যের কথা ভাবিয়া পিতাও সুরেশপ্রসাদের বিলাত যাত্রার প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন না। সেই জন্য সুরেশপ্রসাদের বিলাত যাওয়া ঘটিল না।

প্রতীচ্য চিকিৎসা-শাস্ত্রের দুইটি অঙ্গ—ভেষজ-চিকিৎসা ও অস্ত্র-চিকিৎসা। আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রেও পূর্ব্বে এই দুইটি অঙ্গ ছিল। মধ্যে কিছু কাল অস্ত্র চিকিৎসা পরিত্যক্ত হইয়াছিল। অধুনা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণের দৃষ্টি পুনরায় অস্ত্র-চিকিৎসার দিকে নিপতিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রথমোক্ত শ্রেণীর চিকিৎসকগণ Physician এবং শেষোক্ত শ্রেণীর চিকিৎসকগণ Surgeon নামে অভিহিত হন। অবশ্য চিকিৎসা-বিদ্যা অধ্যয়ন-কালে উভয় অঙ্গেরই জ্ঞান অর্জ্জন করিতে হয়; কিন্তু ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া এক একজন চিকিৎসক এক একটি অঙ্গ নির্ব্বাচন করেন—কেহ ভেষজ-চিকিৎসক হন, আর কেহ বা অস্ত্র-চিকিৎসক হন। সুরেশপ্রসাদ প্রথমে Physician হইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু মাতৃ-আদেশে তিনি অস্ত্র-চিকিৎসা অবলম্বন করেন।

এম-ডি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর সুরেশপ্রসাদ সাণ্ডার্স সাহেবের চেষ্টায় প্রথমে মেয়ো হাসপাতালের প্রধান ফিজিসিয়ানের পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু চির-স্বাধীন-চিত্ত সুরেশপ্রসাদ উত্তরকালে মেয়ো হাসপাতালের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইবার আশ্বাস প্রাপ্ত হইয়াও, দীর্ঘকাল সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত থাকিতে পারিলেন না; তিনি মেয়ো হাসপাতালের কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া চাঁদনী হাসপাতালে যোগদান করেন; কিন্তু এখানেও অধিক দিন না থাকিয়া স্বাধীনভাবে চিকিৎসা ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং বিডন ষ্ট্রীটে থাকিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন।

প্রতিভার একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে, যে-কোন ক্ষেত্রেই নিযুক্ত হউক না কেন, প্রতিভা আপনার পথ আপনি প্রস্তুত করিয়া লইবে, এবং প্রাধান্য লাভ করিবেই। ফিজিসিয়ানরূপে চিকিৎসা-ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া সুরেশপ্রসাদ অচিরে সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্ব্বক সুদক্ষ চিকিৎসক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে একটি ঘটনা ঘটিল, এবং তাহাতেই সুরেশপ্রসাদের ভাগ্যচক্র ভিন্ন পথে পরিচালিত হইল; এবং এই ঘটনাতেই তাঁহার সর্ব্বপ্রধান অস্ত্র-চিকিৎসক রূপে যশোলাভ করিবার পথ উন্মুক্ত হইয়া গেল।

একটি ব্রাহ্মণ-কন্যা কঠিন দুরারোগ্য স্ত্রীরোগে (ওভেরিওটমি—ovariotomy) আক্রান্ত হইয়া তৎকালীন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্র-চিকিৎসক বলিয়া পরিচিত ডাক্তার জুবার্টের (Dr. Joubert) শরণাপন্ন হন। কিন্তু ডাক্তার জুবার্ট এই রোগ শিবেরও অসাধ্য বলিয়া অস্ত্রোপচার করিতে সম্মত হইলেন না। বহু অনুনয়, বিনয়, অশ্রু-বিসর্জ্জনে কোন ফল লাভ করিতে না পারিয়া উক্ত ব্রাহ্মণ-কন্যা

ডাক্তার জুবার্ট কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইবার কথা গোপন করিয়া সুরেশপ্রসাদের জননীর করুণা ভিক্ষা করিলেন। মাতার অনুজ্ঞায় সুরেশপ্রসাদ ব্রাহ্মণ কন্যার দেহে অস্ত্রোপচার করিয়া আশাতীত সুফল লাভ করিলেন। সুরেশপ্রসাদের গুরু—বহুদর্শী, প্রবীণ, চিকিৎসক ডাক্তার জুবার্টের ধারণা ছিল, অস্ত্রোপচারে এই রোগ আরাম হইবে না, বরং অস্ত্র-প্রয়োগের ফলে রোগিনীর মৃত্যুর সম্ভাবনা আছে। গুরু যাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, শিষ্য তাহা জানিতে পারিলে পাছে অস্ত্রোপচার করিতে অস্বীকার করেন, এই আশঙ্কায় সে কথা গোপন রাখা হইয়াছিল। দরিদ্রা, রোগ-যন্ত্রণা-কাতরা বিপন্না ব্রাহ্মণ কন্যার সনির্ব্বন্ধ আবেদনে পর দুঃখ-কাতরা করুণাময়ী সুরেশ-জননী স্থির থাকিতে পারিলেন না, রোগিনীর চিকিৎসা করিতে পুত্রকে আদেশ করিলেন। জননীর আদেশে জননীর আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া সুরেশপ্রসাদ এই দুঃসাহসিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং সম্পূর্ণ নিজ ব্যয়ে অস্ত্র চিকিৎসা সমাধা করিয়া রোগিনীকে বিপন্মুক্ত করিলেন। সুরেশ-প্রসাদ তখন সবেমাত্র কলেজ হইতে বাহির হইয়া অল্প দিন হইল চিকিৎসা-ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহার বয়স তখনও ত্রিশ বৎসরেরও কম। অভিজ্ঞতাও বয়সেরই অনুরূপ। এমন অবস্থায় এই দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা তাঁহার পক্ষে অসমসাহসিকতার কার্য্য হইয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু মাতৃভক্ত পুত্র মাতার আশীর্ব্বাদে এবং শ্রীভগবানের কৃপায় এই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। বায়রণ যেমন বলিয়াছিলেন—একদিন সকালে উঠিয়া দেখি, আমি খ্যাতি লাভ করিয়াছি—সুরেশ-প্রসাদের সম্বন্ধেও এ কথা বলা যায় যে, এই দুঃসাধ্য অস্ত্র-চিকিৎসায় সফলতা লাভ করিয়া এক দিনে তিনি বিশ্ববোড়া খ্যাতি লাভ করিলেন।

এই অভাবনীয় ব্যাপারের সংবাদ পাইয়া ডাক্তার জুবার্ট স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সুরেশপ্রসাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন, এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া রোগিনীকে দেখিতে যান। রোগিনীর অবস্থা পরীক্ষা করিয়া বিস্ময়-বিমুগ্ধ অধ্যাপক মুক্তকণ্ঠে ভূতপূর্ব্ব ছাত্রের প্রশংসা করিয়া বলেন, শিষ্য হইতে গুরুর মুখোজ্জ্বল হইল। সুরেশপ্রসাদ বিনয় প্রকাশ পূর্ব্বক অধ্যাপককে বলিলেন, মাতার আশীর্ব্বাদের ফলে এই অঘটন ঘটিয়াছে। এই সময় হইতে ফিজিসিয়ান সুরেশপ্রসাদ হইলেন সার্জ্জন সুরেশপ্রসাদ। মাতৃ-আশীর্ব্বাদ বরাবরই সুরেশপ্রসাদের মস্তকে কল্যাণ-হস্ত প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছিল, এবং উত্তরকালে তিনি অদ্বিতীয় অস্ত্র চিকিৎসক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

জুবার্ট সাহেব ছাত্রের কৃতিত্ব দর্শনে এতদূর প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন যে, স্বয়ং একখানি বিলাতী চিকিৎসা-বিষয়ক সাময়িক-পত্রে এই অস্ত্র চিকিৎসা সম্বন্ধে নিজের ত্রুটি এবং শিষ্যের কৃতিত্বের কথা প্রকাশ করিয়া তাঁহার অজস্র প্রশংসা করেন। ইহার ফলে সুরেশপ্রসাদ বিলাতের চিকিৎসক-সম্প্রদায়ের নিকট পরিচিত হইলেন; সকলেই প্রশংসমান নেত্রে এই তরুণ অস্ত্র-চিকিৎসককে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ইহার কিছু কাল পরে কলিকাতার সেণ্ট জেভিয়ার কলেজে মেডিক্যাল কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। এই কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করিবার জন্য বিলাত হইতে সুপ্রসিদ্ধ অস্ত্র-চিকিৎসক হার্ট সাহেব কলিকাতায় আগমন করেন। তিনি সুরেশপ্রসাদকে দেখিতে ইচ্ছা করিলে সুরেশপ্রসাদ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সুরেশপ্রসাদ বরাবরই ক্ষীণকায় ছিলেন। সেই ক্ষীণ দেহে এত সমাহিত দুর্জ্জয় শক্তি দেখিয়া বিস্ময়-বিমুগ্ধ হার্ট সাহেব বলিয়া উঠেন—"Young man, we are not supposed to undertake these cases till we are forty and not to cure one till we have killed a hundred. But you have beaten us all." অর্থাৎ ওহে যুবক, চল্লিশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে যে অস্ত্র-চিকিৎসায় হস্তক্ষেপ করিতে আমরা সাহস করি না, এবং এক শত জন রোগীর মৃত্যুর পূর্ব্বে এরূপ একটা অস্ত্র-চিকিৎসায় আমরা সফলতা লাভের আশা করি না, এত তরুণ বয়সে সেই সুকঠিন অস্ত্রচিকিৎসা করিয়া এবং তাহাতে সফলতা লাভ করিয়া তুমি আমাদের সকলকে পরাজিত করিয়াছ।

এক শত কেন, ওভেরিওটমির চিকিৎসায় সুরেশ-প্রসাদ একটাতেও কখনও বিফল-প্রযত্ন হন নাই, একটি রোগিনীরও তাঁহার হাতে মৃত্যু হয় নাই। যাহাকে বলে cent per cent তাহাই তাঁহার সুচিকিৎসা-গুণে আরোগ্য-লাভ করিয়াছে। মনস্বী ও চিকিৎসা-কুশল বাঙ্গালী ডাক্তারের তখন অভাব ছিল না। কিন্তু

কঠিন অস্ত্র-চিকিৎসার প্রয়োজন হইলেই নামজাদা গোরা ডাক্তারের ডাক পড়িত। সুরেশপ্রসাদ সাহেব ডাক্তারদের এই একচেটিয়া অধিকারের মূলোচ্ছেদ করিয়াছিলেন।

এরূপ অস্ত্র-চিকিৎসা বহুব্যয়সাধ্য ব্যাপার। সুরেশ-প্রসাদ বিনা পারিশ্রমিকে এবং সময় সময় সম্পূর্ণ নিজব্যয়ে অকাতরে দরিদ্রের অস্ত্রচিকিৎসা করিতেন। কিন্তু যে সকল ধনী পরিবারে গোরা ডাক্তারের অবাধ গতিবিধি এবং অখণ্ড প্রতিপত্তি, সেখানে তিনি গোরা ডাক্তারের অপেক্ষা অধিক পারিশ্রমিক না লইয়া কাজে হাত দিতেন না। ফলে, দেশীয় ধনী পরিবারে গোরা ডাক্তারের প্রভাব ক্রমশঃ খর্ব্ব হইয়া আসিয়াছিল। সুরেশপ্রসাদ এবং তাঁহার সহযোগী ও অনুবর্ত্তী বাঙ্গালী অস্ত্র-চিকিৎসকরা অতঃপর গোরা ডাক্তারদিগের স্থান গ্রহণ করিলেন। চিকিৎসা-ক্ষেত্রে সুরেশপ্রসাদের ইহাই বিশিষ্ট কৃতিত্ব ও গৌরব।

সুরেশপ্রসাদের অন্যতম প্রধান কীর্ত্তি কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ। বর্ত্তমান কালে দেশের স্বাস্থ্য অতি মন্দ, এবং দেশবাসী অধুনা প্রতীচ্য চিকিৎসা-পদ্ধতির অনুরাগী হইয়া উঠিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় দেশের প্রয়োজনের অনুরূপ পাশ্চাত্য প্রথায় দীক্ষিত সুচিকিৎসকের একান্ত অভাব। বাঙ্গলার একমাত্র উচ্চশ্রেণীর চিকিৎসা-বিদ্যালয় কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ এই অভাব পূরণে অসমর্থ। কৃতবিদ্য যুবকগণের মধ্যে চিকিৎসা-বিদ্যা-শিক্ষা-লাভেচ্ছুর অভাব নাই। কিন্তু কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষার্থীর সংখ্যা সীমাবদ্ধ। প্রতি বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ বহুসংখ্যক গ্র্যাজুয়েট ও আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েট মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হইবার জন্য আবেদন করিয়া কেবল স্থানাভাব বশতঃ বিফল-মনোরথ হইয়া থাকে। এই সকল ব্যাপার দেখিয়া স্বর্গীয় ডাক্তার আর, জি, কর, স্যার শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার, স্বর্গীয় ডাক্তার সুরেশপ্রসাদ, স্বর্গীয় অমূল্যচরণ বসু, ডাক্তার কালীকৃষ্ণ বাগচি প্রভৃতি কয়েকজন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক আপার সার্কুলার রোডে College of Physicians and Surgeons of Bengal নামে একটি উচ্চ শ্রেণীর চিকিৎসা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ইহা পরে বেলগাছিয়া আলবার্ট ভিক্টর হাসপাতালের সহিত সম্মিলিত হইয়া কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ নামে, কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের সমকক্ষ উচ্চশ্রেণীর চিকিৎসা-বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে। স্বর্গীয় ডাক্তার স্যার রাসবিহারী ঘোষ মহোদয় এই কলেজে বহু অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার অর্থ সাহায্য না পাইলে কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজের অস্তিত্ব রক্ষা করা সম্ভব হইত কি না সন্দেহ স্থল। স্যার রাসবিহারীর নিকট হইতে কলেজের জন্য অর্থলাভ সুরেশপ্রসাদের আর একটা কৃতিত্ব। সুরেশপ্রসাদ স্যার রাসবিহারীর আশৈশব-পঙ্গু ভগ্ন-মেরুদণ্ড কনিষ্ঠ ভ্রাতার সুচিকিৎসা করিয়া যে কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে স্যার রাসবিহারী সুরেশপ্রসাদের চিরপ্রিয় কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজে প্রভূত অর্থ প্রদান করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় ডাক্তার আর, জি, কর, স্বর্গীয় অমূল্যচরণ বসু, স্যার নীলরতন সরকার, স্বর্গীয় সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী প্রভৃতি তাঁহাদের হৃদয়-শোণিত পাত করিয়া পরিশ্রম করিয়া, নিজেদের "বাঁধা" দিয়া এই প্রতিষ্ঠানটি গড়িয়া তুলেন। তাই আজ বাঙ্গলায় উচ্চশ্রেণীর বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ সম্ভব হইয়াছে।

সুরেশপ্রসাদের পিতা রায় বাহাদুর সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় যেরূপ হৃদয়বান ও পরোপকারী ছিলেন, উত্তরাধিকার-সূত্রে সুরেশপ্রসাদ এই সকল পিতৃগুণের অধিকারী হইয়াছিলেন। পরোপকার করিবার প্রবৃত্তি তিনি কেমন করিয়া পিতার নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে একটি কাহিনী এই—একদিন রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর এক ভদ্রলোক তাঁহার এক পীড়িত পরম আত্মীয়ের চিকিৎসার জন্য সুরেশপ্রসাদকে ডাকিতে আসেন। সেদিন সুরেশপ্রসাদ একটু অসুস্থ ছিলেন বলিয়া তত রাত্রিতে রোগী দেখিতে যাইতে পারিবেন না বলিয়া পরদিন সকালে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই সংবাদ কোনক্রমে তাঁহার বৃদ্ধ পিতা ডাক্তার সূর্য্যকুমারের কর্ণগোচর হইলে পুত্রকে ডাকাইয়া তিনি বলিলেন, তোমার সামান্য অসুস্থতার জন্য রোগী দেখিতে যাইতে পারিলে না,—যাঁহার কঠিন পীড়ার জন্য তোমাকে ডাকিতে আসিয়াছে, তাঁহার অবস্থাটা একবার ভাবিয়া দেখ দেখি! ভদ্রলোকের বিপদের কথা শুনিয়া, প্রয়োজনের গুরুত্ব বুঝিয়া আমি স্থির থাকিতে পারিতেছি না—রোগীকে দেখিতে আমিই

যাইব, গাড়ী আনিতে বল। পিতার এই কথায় লজ্জিত হইয়া, চিকিৎসকের কঠোর কর্ত্তব্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়া সুরেশপ্রসাদ তৎক্ষণাৎ রোগী দেখিতে বাহির হইলেন। ইহার পর আর কখনও তিনি সামর্থ্য থাকিতে আলস্য বশতঃ চিকিৎসকের কর্ত্তব্য পালনে অবহেলা করেন নাই।

বেলগাছিয়ার কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করিতে সুরেশপ্রসাদকে দুর্ব্বল দেহে অমানুষিক পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। সুরেশপ্রসাদ যখন যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন, তখন তাহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে সুসম্পন্ন না করিয়া ছাড়িয়া দিতেন না। ইহাই ছিল তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব। তাই এত বড় একটা গুরুতর কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিয়া তাহাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য তিনি প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, এবং সফলও হইয়াছিলেন। এই কার্য্যে লিপ্ত থাকিবার সময় তিনি নিজের স্বাস্থ্য বা অর্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন না। কলেজ স্থাপন উপলক্ষে তাঁহাকে বহুবার তৎকালীন বঙ্গের শাসনকর্ত্তা লর্ড কারমাইকেলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইয়াছিল। তাঁহার উদ্যম ও অধ্যবসায় দেখিয়া, তাঁহার সহিত কথোপকথনে প্রীতিলাভ করিয়া লাটসাহেব বলিয়াছিলেন, Suresh can talk.

ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে সুরেশপ্রসাদের প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। একদিন একখানি ট্রামগাড়ীর সহিত সুরেশপ্রসাদের মোটর গাড়ীর ধাক্কা লাগে। সুরেশপ্রসাদ দৈব কৃপায় রক্ষা পান, কিন্তু তাঁহার গাড়ীখানি ভাঙ্গিয়া যায়। তিনি নিজেই তাঁহার মোটর চালাইতেছিলেন। ট্রাম কোম্পানীর পক্ষ হইতে তাঁহার নামে অভিযোগ উপস্থিত হইলে আদালতে তিনি নিজে নিজের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি প্রথম শ্রেণীর ব্যবহারাজীবের ন্যায় ওজস্বিনী ভাষায় যুক্তি-তর্ক সহকারে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া আদালত স্তম্ভিত হইয়াছিল, এবং পরদিনের প্রভাতী সংবাদপত্রসমূহে তাঁহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা বাহির হইয়াছিল।

কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন ব্যতীত সাধারণের হিতকর অন্যান্য কার্য্যেও সুরেশপ্রসাদের সমান উৎসাহ দেখা যাইত। বাঙ্গলা দেশ এবং বাঙ্গালী জাতিকে তিনি আন্তরিক ভালবাসিতেন। শৌর্য্যে, বীর্য্যে বাঙ্গালী জাতিকে জগৎ-বরেণ্য দেখিতে তিনি ইচ্ছা করিতেন। সেই উদ্দেশ্যে ইয়োরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় সুযোগ পাইবামাত্র তিনি বেঙ্গল এ্যাম্বুল্যান্স কোর (Bengal Ambulance Corps) এবং য়ুনিভার্সিটী ট্রেনিং কোর (University Training Corps) গঠন করিলেন। বেঙ্গল এ্যাম্বুল্যান্স কোর তুরস্ক দেশে মেসোপটেমিয়ায় আহত ইংরেজ সেনাগণের সেবা-শুশ্রূষা এবং পরিচর্য্যার নিমিত্ত প্রেরিত হইয়াছিল। সুরেশপ্রসাদের ঐকান্তিক যত্ন ও নেতৃত্বে এই সেবক-দল গঠিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে বাঙ্গালী যুবকগণের সাহসিকতা ও রাজানুরক্তি প্রকাশের সুযোগ করিয়া দিয়াছিল। য়ুনিভার্সিটী ট্রেনিং কোরও প্রধানতঃ তাঁহার চেষ্টায় তাঁহার নেতৃত্বে গঠিত হয়। বাঙ্গালী সেনাদল যুদ্ধক্ষেত্রে কিরূপ বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন। কি আহতের সেবা-কার্য্যে কি রণোন্মাদনায় বাঙ্গালী যুবকগণ সুরেশপ্রসাদের সাধ পূর্ণ করিয়াছিল। সুরেশপ্রসাদ ছিলেন এই দুইটি দলের প্রাণস্বরূপ।

সুরেশপ্রসাদ ডাক্তার, তাহার উপর প্রধানতঃ অস্ত্র-চিকিৎসক—সার্জ্জন। নীরস চিকিৎসা-ব্যবসায় লইয়া থাকিলেও সুরেশপ্রসাদ কিন্তু সাহিত্য-চর্চ্চায় বিরত ছিলেন না। চিকিৎসা ব্যবসায়ের মধ্যে অবসর পাইলেই তিনি ইংরেজী ও বাঙ্গলা সাহিত্যের চর্চ্চা করিতেন, এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই সূত্রে স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার বড়াল প্রভৃতি সাহিত্যিকগণকে তিনি সাহিত্য-বন্ধু রূপে লাভ করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের ফেলো এবং সিণ্ডিকেটের মেম্বার ছিলেন। নিজ ব্যবসায়ের ক্ষতি করিয়াও এই সকল কার্য্যের জন্য তাঁহাকে প্রভূত পরিশ্রম করিতে হইত।

পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়াও, আচারে-ব্যবহারে তিনি হিন্দুই ছিলেন। হিন্দুধর্ম্ম-বিরোধী অনাচার তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় আস্থা ছিল; শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত তিনি হিন্দুর আনুষ্ঠানিক ধর্ম্ম পালন করিতেন। হিন্দু শাস্ত্রালোচনা তাঁহার আনন্দের বিষয় ছিল।

তিনি এ্যাম্বুল্যান্স কোর, ইউনিভার্সিটী কোর প্রভৃতি যে সকল প্রতিষ্ঠানের অধিনেতা হইয়া বাঙ্গলার ও বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করেন, সেই সকল প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের জন্য তিনি অকাতরে পরিশ্রম করিতেন। এই সকল প্রতিষ্ঠান এবং বেলগাছিয়ার কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজের উন্নতির জন্য তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন। জন্মাবধি ভগ্নস্বাস্থ্য সুরেশপ্রসাদের ক্ষীণ দেহের উপর এত অত্যাচার সহিল না। প্রতিষ্ঠানগুলিকে তিনি সাফল্যমণ্ডিত ও জয়যুক্ত করিলেন বটে, কিন্তু স্বয়ং অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। সন ১৩২৭ সালের ২৭এ ফাল্গুন বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালে সাড়ে আট ঘটিকার সময় সামান্য কয়েকদিন রোগ ভোগের পর মাত্র ৫৪ বৎসর বয়সে তিনি পরলোকের যাত্রী হইলেন। যুগপৎ চরিত্র-মাধুর্য্য, কমনীয়তা, দৃঢ়তা, পরদুঃখকাতরতা, স্বদেশ ও স্বজাতি প্রীতি, নির্ভীকতা, স্বাধীনচিত্ততা, তেজস্বিতা প্রভৃতি গুণনিচয়ের একত্র সঙ্গম সুরেশপ্রসাদের ন্যায় সাধারণতঃ অন্যত্র নয়নগোচর হয় না। তাঁহার পদাঙ্কের অনুসরণ করিয়া চলিতে পারিলে বাঙ্গালী তথা ভারতবাসী মাত্রেই নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিতে পারিবে।

There is a description in the initial paragraphs of Birendra Ghosh's article about Suresh's unusual birth, and how he beat all odds to eventually become a surgeon. Some of this information is translated into English in the paragraphs below.

Suresh Prasad was born premature in the eighth month of his mother's pregnancy. After one look at the newly-born who was not fully developed and appeared to be dead, women of the household advised that the child be disposed off. However, the village midwife realised that the baby was alive, and his life was saved.

This weak child, who miraculously survived after being born with just one lung, persued his studies with great proficiency. His relatives felt that he was best suited to become a lawyer, but divine providence had other plans for him. He glanced through some of the books on surgery kept by his father Dr. Surya Kumar Sarbadhikari. He touched and examined his father's surgery tools, and he was inspired by his father's fame as a surgeon. No wonder his mind was made up that he must study medicine.

Considering Suresh's weak constitution, his loving father initially refused to give permission to study medicine because it required very exhaustive effort; burn the midnight oil for consulting so many books and journals, and spending several years attending lectures and laboratory practices before one could qualify and succeed in the toughest of examinations. However, the father was impressed by his son's determination, and so he eventually gave Suresh permission.

After obtaining the MD (Doctor of Medicine) degree, Suresh's initial practice was as a physician, but eventually he had to choose the surgeon's knife in order to follow his mother's directive and treat a poor Brahmin woman suffering from some gynecological complications. This experience led him to choose his path for the future as a surgeon.

সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী ডাক্তার, এম্. ডি (M. D.)—ইনি রায়বাহাদুর ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে হুগলি জেলার অন্তর্গত ভুরসুট বামুনপাড়া গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। সৌ বাজার স্কুল, হেয়ার স্কুল, প্রেসিডেন্সী কলেজে ও সেণ্ট্রাল কলেজে শিক্ষা সমাপন করিয়া ইনি চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার্থ মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করেন, এবং অসাধারণ প্রতিভাবলে প্রথম হইতেই ক্লাসের ও ইউনিভার্সিটির প্রধান পুরস্কার, বৃত্তি ও পদক লাভ করিয়া এম্. ডি পর্য্যন্ত সকল পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করেন।

পঠদ্দশায় হাঁসপাতালের তত্ত্বাবধান-কার্য্যে (duty) থাকিবার সময় সুরেশপ্রসাদ অধ্যাপকগণের পক্ষেও দুশ্চিকিৎস্য রোগের তথ্য উদ্ভাবন করিয়া তাঁহাদিগকে বিস্মিত ও চমৎকৃত করিতেন। Mc.Leod, সাণ্ডার্স প্রভৃতি অধ্যাপকগণ ইঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া ইঁহার সহিত পুত্রবৎ ব্যবহার করিতেন। Mc. Leod সাহেব নিজ ব্যয়ে ইঁহাকে বিলাত পাঠাইয়া I. M. S. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে বলেন কিন্তু বিলাত যাইলে মাতৃহৃদয়ে আঘাত লাগিবে এই আশঙ্কায় ইনি তাহাতে অসম্মত হন। সাণ্ডার্স সাহেব ইঁহাকে মেও হাঁসপাতালে প্রধান কর্ম্ম দেন, এবং ভবিষ্যতে ইনি অধ্যক্ষপদে উন্নীত হইতে পারিবেন এরূপ আশাও দেন। কিন্তু ইনি পরাধীনতা-পাশে আবদ্ধ থাকিতে পারিলেন না; ইনি বীডন ষ্ট্রীটে থাকিয়া নিজ কার্য্য আরম্ভ করিলেন।

সুরেশপ্রসাদ পিতৃ-প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বনে Physician হইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু মাতার আদেশে জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মণকন্যার অতি কঠিন স্ত্রীরোগের চিকিৎসার জন্য ইনি অস্ত্রধারণ করিতে বাধ্য হন। তাহা হইতেই ইঁহার ভাবী জীবনের পথ উন্মুক্ত হয়। উক্ত ব্রাহ্মণকন্যার রোগ দুরারোগ্য বলিয়া ইঁহার গুরু Dr. Joubert সাহেব তাহাতে হাত দিতে অসম্মত হন। ঐ ব্রাহ্মণকন্যা এ কথা গোপন করিয়া সুরেশ'সের মাতার করুণা ভিক্ষা করেন। মাতার আদেশে সুরেশপ্রসাদ নিজব্যয়ে এই গুরুভার বহন করিয়া তাহাতে সম্ভবাতীত ফললাভ করেন। এই ব্যাপার ক্রমে Joubert সাহেবের কর্ণগোচর হইলে তিনি উপযাচক হইয়া সুরেশের সহিত সাক্ষাৎ করেন, এবং তাঁহাকে লইয়া রোগিণীকে দেখিতে যান। রোগিণীর অবস্থা দেখিয়া তিনি মুক্তকণ্ঠে গদ্‌গদ স্বরে বলেন,—আজ শিষ্য হইতে গুরুর মুখ উজ্জ্বল হইল। ইতঃপূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় কোন অস্ত্রচিকিৎসক এরূপ দুঃসাধ্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হন নাই। মাতার আশীর্ব্বাদে সুরেশপ্রসাদ এই আশাতীত ফললাভ করিয়া অস্ত্রচিকিৎসায় মনোযোগ দেন, এবং অল্পকাল মধ্যেই ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় অস্ত্র-চিকিৎসক বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন।

Joubert সাহেব স্বয়ং বিলাতী চিকিৎসাসম্বন্ধীয় সংবাদপত্রে নিজের এই ত্রুটি এবং শিষ্যের অতুল কীর্ত্তি ঘোষণা করেন। তাহাতে এই ভারতীয় অস্ত্রচিকিৎসকের উপর ইউরোপীয় অস্ত্রচিকিৎসা-বিশারদগণের দৃষ্টি পতিত হয়। কলিকাতায় St. Xavier Collegeএ যে মেডিকেল কংগ্রেস (Medical Congress) হয়, তাহাতে বিলাত হইতে সমাগত Hurt সাহেব সুরেশকে দেখিতে ইচ্ছাপ্রকাশ করেন, এবং সেই ক্ষীণকায় তরুণবয়স্ক চিকিৎসককে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া বলেন, "Look here, young man, we are not supposed to undertake these terrific duties till we are forty, and are not supposed to cure till we have killed a hundred; but you have beaten us all."

মেডিকেল কলেজে যথেষ্ট ছাত্রের স্থান হয় না বলিয়া ডাক্তার নীলরতন সরকার, ডাক্তার কালীকৃষ্ণ বাগচি ও ৺অমূল্যচরণ বসুর সহযোগে সুরেশপ্রসাদ College of Surgeons এবং Physicians of Bengal নামে চিকিৎসা-বিদ্যালয় অপার সার্কুলার রোডে স্থাপন করেন। পরে উহা বেলগাছিয়া আলবার্ট ভিক্টর হাঁসপাতালের সহিত সম্মিলিত হইয়া প্রভূত সুফল প্রসব করিতেছে এবং সেখানেও বিনা পারিশ্রমিকে ইনি এরূপ চমকপ্রদ অস্ত্রচিকিৎসা করিতেন যে, বিলাতের Sir Victor Horsley'র মত মহারথিগণও ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই।

ইনি Calcutta Universityর Fellow, এবং Syndicateএর Member ছিলেন। Universityর পক্ষ হইতে ইনি মেডিকেল কলেজের অবৈতনিক ইন্‌স্পেক্টর নিযুক্ত হন।

বিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় মহাসমরে মেসপটেমিয়া রণে তুরস্ক সৈন্যের সহিত ইংলণ্ডীয় বাহিনীর যে তুমুল যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হয়, তাহাতে আহতগণের শুশ্রূষার নিমিত্ত বেঙ্গল অ্যাম্বুলান্স কোর (Bengal Ambulance Corps) নামক যে বাঙ্গালী পরিচারক-সমিতি গঠিত হয়,

তাহা প্রধানতঃ সুরেশপ্রসাদের ঐকান্তিক যত্ন ও নেতৃত্বের ফল। ১৯১৬ খৃঃ ১লা জানুয়ারি সুরেশপ্রসাদ ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট "সি, আই, ই" উপাধি লাভ করেন। ১৯২০ খৃঃ অব্দে ইনি পরলোক গমন করিয়াছেন।

My Translation from Bengali to English:

"Suresh Prasad Sarbadhikari - Doctor, M.D., is the 4th son of Rai Bahadur Dr. Surya Kumar Sarbadhikari. He was born in 1865 (sic) at the Bhursut Bamunpara village of District Hooghly. After completing his basic education at Bowbazar School, Hare School, Presidency College, and Central College, he joined Medical College, Calcutta where he received top honors in all his classes as well as at the University's M.D. examination.

Even as a student on shift duty at the hospital during the course of his studies, he amazed everyone by his accurate diagnosis of the disease of certain patients suffering from ailments that had earlier baffled his professors. Impressed by Suresh's talents, senior professors like Dr. Mc.Leod and Dr. Sanders were very pleased with him. Dr. Mc.Leod wanted to use his own resources for sending Suresh to England for the I.M.S. (International Medical School) examination, but Suresh politely declined because he did not wish to stay away from his mother. Dr. Sanders assigned him major responsibilities at Mayo Hospital, Calcutta, and assured Suresh of the future prospects of eventually rising to the post of Principal. However, Suresh declined this offer as well, since he did not wish to be dependent on others for a career. So, he started his own work at his Beadon Street residence.

Suresh had originally envisioned to follow the footsteps of his father by specializing as a Physician. However, he had to choose the surgeon's knife in order to follow his mother's directive and treat a poor Brahmin woman suffering from some gynecological complications. This experience led him to choose his path for the future. His guru, Dr. Joubert, had avoided treating this poor woman because he considered the ailment to be incurable. The woman had then approached Suresh's mother and begged for mercy. Suresh's mother advised him to act responsibly and treat the poor woman, which he was able to do with success. The incident reached the ears of Dr. Joubert, and so he met Suresh. The two then went over to visit the patient. On seeing that the patient was doing quite well, Dr. Joubert exclaimed, "Today, the guru's reputation gets a boost because of the disciple's success!" No Indian surgeon has ever dared to accept the challenge posed by such an ailment. With his mother's blessings, within a short period of time Suresh went on to be known as one of India's foremost surgeons.

Dr. Joubert himself ensured that a British Medical Journal publish the story of his hesitation to operate on the poor woman, and his disciple's fearless decision to take over the case and achieve success. This resulted in European surgeons view Indian surgeons with respect. During the Medical Congress session held at St. Xavier's College, Calcutta, Dr. Hart from England looked with wonder at the thin young Indian surgeon and said, "Look here, young man, we are not supposed to undertake these terrific duties till we are forty, and are not supposed to cure till we have cured a hundred; but you have beaten us all."

Albert Victor Hospital

Because there was a dearth of seats for admission to Medical College, Suresh Prasad established the College of Physicians & Surgeons of Bengal on Upper Circular Road with the support of eminent doctors like Nilratan Sircar, Kali Krishna Bagchi, and Amulya Charan Basu.

Later on, this college got incorporated into the Albert Victor Hospital at Belgachia. Suresh continued to practice as a surgeon at this hospital without accepting any renumeration, and earned a lot of praise from none other than Sir Victor Horsley, the reputed British surgeon. Suresh Prasad was a Fellow, and Syndicate Member, of Calcutta University. He was appointed Inspector of Medical College for Calcutta University in an honorary capacity.

In order to serve the wounded soldiers during the early 20th century war at Mesopotamia between Britain and the Turks, the Bengal Ambulance Corps was formed due to the initiative and leadership of Suresh Prasad.

"In 1916, Suresh Prasad Sarbadhikari was awarded the C.I.E. (Companion of the Indian Empire) for his services to the country."

সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারী, সি.আই.ই. (৩০.১২.১২৭২ - ২৬.১১.১৩২৭ ব.) বামুনপাড়া—হুগলী। ডা. সূর্যকুমার। বৌবাজার স্কুল, হেয়ার স্কুল, প্রেসিডেন্সী কলেজ ও সেন্ট্রাল কলেজের শিক্ষা শেষ করে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন এবং প্রথম স্থান অধিকার করে এম.ডি. পাশ করেন। ম্যাক্-লিওড্ নামে জনৈক অধ্যাপক তাঁকে আই.এম.এস. পড়বার জন্য নিজ ব্যয়ে বিলাত পাঠাতে চান, কিন্তু মায়ের অসম্মতি থাকায় তা সম্ভব হয় না। এরপর মেয়ো হাসপাতালে কিছুদিন অধ্যাপনার পর তিনি স্বাধীনভাবে চিকিৎসাবিদ্যা শুরু করেন। নিজে ফিজিশিয়ান হবার আশা রাখলেও মাতার ইচ্ছায় অস্ত্রচিকিৎসক হন। একবার তাঁর চিকিৎসাবিদ্যার গুরু ডা জুবার্ট জনৈকা দুরারোগ্য রোগগ্রস্তা মহিলাকে অপারেশন করতে অসম্মত হলে তিনি অপারেশন করে সাফল্যলাভ করেন। ডা. জুবার্ট তা জানতে পেরে আশ্চর্যান্বিত হন এবং বিলাতের একটি সংবাদপত্রে নিজের ত্রুটি ও শিষ্যের সাফল্য ঘোষণা করেন। মেডিক্যাল কলেজে যথেষ্ট ছাত্রের স্থান সংকুলান না হওয়ায় সুরেশপ্রসাদ, নীলরতন সরকার, কালীকৃষ্ণ বাগচী, অমূল্যচরণ বসু প্রমুখ চিকিৎসকগণ 'College of Surgeons and Physicians of Bengal' নামে চিকিৎসা-বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। পরে এটি বেলগাছিয়া অ্যালবার্ট ভিক্টর হাসপাতালেব সঙ্গে যুক্ত হয়। ইউরোপীয় যুদ্ধের সময় আহতদের শুশ্রূষার জন্য 'Bengal Ambulance Corps' গঠন করেছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো এবং সিণ্ডিকেটের সদস্য ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তিনি মেডিক্যাল কলেজের অবৈতনিক ইন্স্পেক্টর নিযুক্ত হন। [৫,২৫,২৬]

SURESH PRASAD SARBADHIKARI, B.A., M.D., C.I.E.,

Professor of Clinical Surgery, Carmichael Medical College, Calcutta.

DR. SURESH PRASAD SARBADHIKARI, one of the most eminent Indian surgeons, died on March 10th, 1921, in his 55th year. The son of a well known physician of Calcutta, he was educated at the Calcutta Medical College, and graduated M.B. of Calcutta University in 1888, and M.D. two years later. After serving for two years as house-surgeon at the Mayo Hospital, Calcutta, he went into private practice and quickly made a name as a surgeon, being one of the pioneers of ovariotomy in India. He was a vice-president of the first Indian Medical Congress in 1894, and was one of the Indian representatives at the International Medical Congress in London. A member of the Calcutta University Senate, he was a university examiner in surgery, and professor of clinical surgery at the Carmichael College. During the war Dr. Sarbadhikari organized the Bengal Ambulance Corps, which did good work in Mesopotamia; he was awarded the C.I.E., and was appointed an honorary lieutenant-colonel in the I.M.S. He had a large share in the establishment of Carmichael Medical College; he was a member of the British Medical Association, and did much to raise the status of Bengali medical men.

units of British and Indian army. Mentioning the support of other prominent leaders such as S. P. Sinha for the scheme and awaiting "His Excellency's *ashirbad*", he goes on to conclude that "a scheme such as this if accepted would bind India and England in still closer bonds in the realisation of a common interest" and that "United Kingdom with India and Colonies may well defy the world."[56]

As in the writings of Sivaswami and Naidu, imperial ardour and nationalist sentiment are combined in Mullick's offer. What is striking about the correspondence is that nationalism is filtered through a regional prism: throughout the letters, India is often conflated with or reduced to one state i.e. Bengal. In his letter to Mr Gourlay on 8 February, 1916, he notes: "We might confine the scheme altogether to Bengal if sufficient funds are forthcoming. It would be one more contribution of Bengal to the Empire at the hour of need no matter however small the unit."[57] Bengal's first contribution in terms of men was the Bengal Ambulance Corps, a scheme which was masterminded by Dr. Sarbadhikari and earned praise for their services in Mesopotamia. Mullick's offer of a regiment of citizen-soldiers was calculated to a different aim. If the Indian soldiers of the war were predominantly

Bengal Ambulance Corps
picture courtesy: Amitav Ghosh

Indian soldiers in Mesopotamia, World War I
Courtesy: Captain Charles Henry Weaver, mespot.net)

1916 New Year Honours

From Wikipedia, the free encyclopedia

The **New Year Honours 1916** were appointments by King George V t
British Empire. They were announced on 1 January 1916.[1]

Companion (CIE) [edit]

- Major Cecil John Lyons Allanson, Indian Army, lately Military Secre
- Rao Bahadur Chunilal Hari Lai Setalvad, Second Presidency Magi
- John Andrew Turner, Esq., M.D., Executive Health Officer, Bombay
- Suresh Prosad Sarbadhikary, Esq., M.D., Calcutta.
- John Norman Taylor, Esq., Public Works Department, Officiating S
- Khan Bahadur Sardar Din Muhammad Khan, Laghari, late Acting T

GAZETTE, 13 AUGUST, 1920.

g. Maj.
th Apr.

.., relin-
o comd.

The KING has approved the grant of the honorary rank of Lieutenant-Colonel in the Indian Medical Service to the following gentleman:—

Dr. Suresh Prasad Sarbadhikari, C.I.E., B.A., M.D. 25th Sept. 1919.

In 1916, Suresh Prasad Sarbadhikari was awarded the C.I.E. (Companion of the Indian Empire) for his services to the country, and in 1920 he was awarded the honorary rank of "Lieutenant Colonel" in the Indian Medical Service.

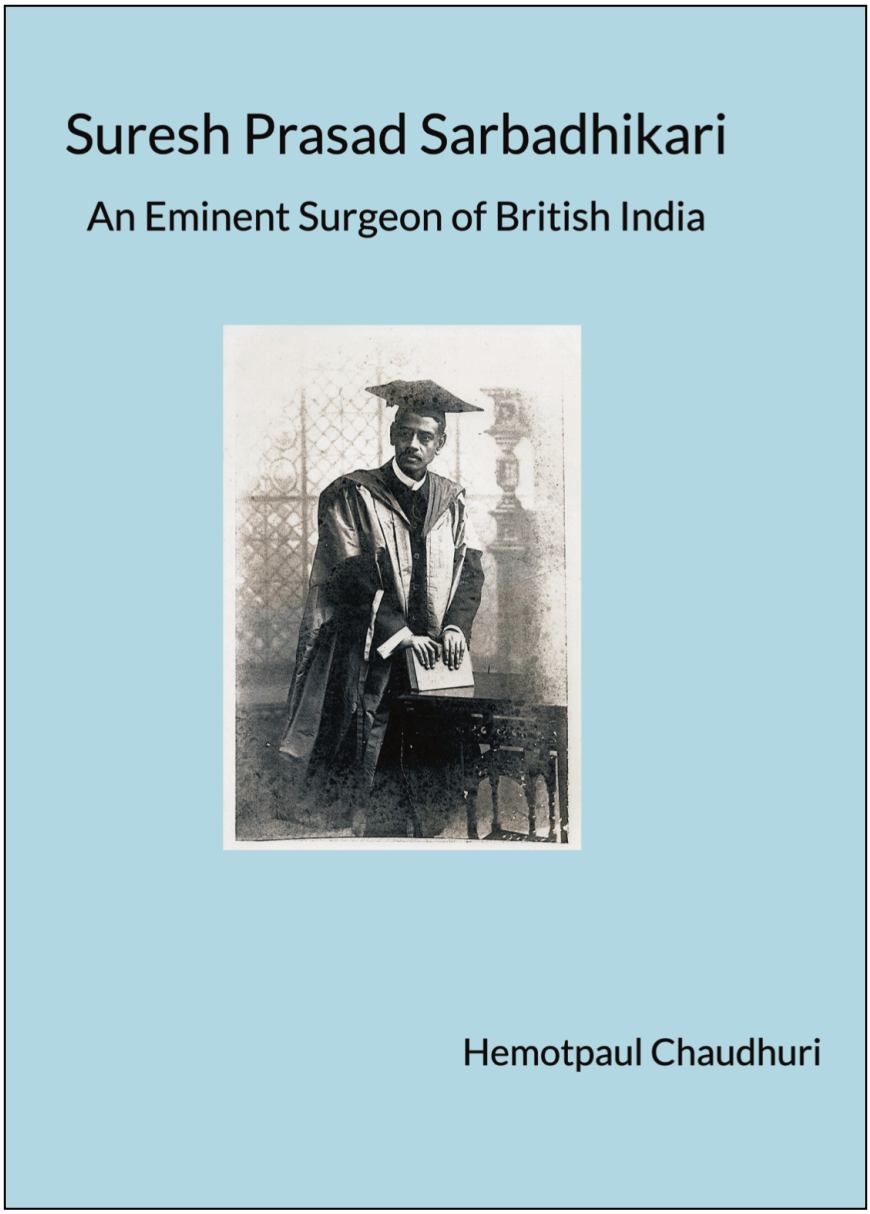

This book provides detailed information and is available at the following website:

https://store.pothi.com/book/hemotpaul-chaudhuri-suresh-prasad-sarbadhikari/